চেলসির ইতিহাসগড়া জয়, ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনালে বিধ্বস্ত পিএসজি

সংগৃহীত ছবি

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে পিএসজিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চেলসি। প্রথমার্ধেই তিন গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় লন্ডনের ক্লাবটি। জয়ের নায়ক ছিলেন কোলে পালমার। এটি ৩২ দলের নতুন ফরম্যাটে প্রথম বিশ্বকাপ, যা ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

বিশ্ব ফুটবলের মর্যাদাপূর্ণ ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয় ইংলিশ ক্লাব চেলসি ও ফরাসি জায়ান্ট পিএসজি। বাংলাদেশ সময় শনিবার (১৩ জুলাই) রাত ১টায় যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক মেটলাইফ স্টেডিয়ামে শুরু হয় ম্যাচটি। একই ভেন্যুতে আগামী বছর অনুষ্ঠিত হবে ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনাল, যা এই ম্যাচের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে।

প্রথমার্ধে চেলসির হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান মিডফিল্ডার কোলে পালমার। ২২ ও ৩০ মিনিটে দুই গোল করেন তিনি। এরপর ৪৩ মিনিটে তার পাস থেকেই গোল করেন জোয়াও পেদ্রো। বিরতির আগেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় চেলসি।

দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেও সফল হয়নি পিএসজি। বরং ম্যাচের ৮৫ মিনিটে সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন পিএসজির জোয়াও নেভেস। ফলাফল: ম্যাচ শেষ করতে হয় ১০ জন নিয়ে।

দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেও সফল হয়নি পিএসজি। বরং ম্যাচের ৮৫ মিনিটে সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন পিএসজির জোয়াও নেভেস। ফলাফল: ম্যাচ শেষ করতে হয় ১০ জন নিয়ে।

তথ্য পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বল দখলে পিএসজি অনেক এগিয়ে ছিল—৬৭ শতাংশ সময় বল ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। তবে গোল করার সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি তারা। উল্টো চেলসি তাদের পরিকল্পিত আক্রমণ ও সংঘবদ্ধ রক্ষণভাগ দিয়ে ম্যাচ পুরোপুরি নিজেদের করে নেয়।

চেলসির জন্য এটি দ্বিতীয় ক্লাব বিশ্বকাপ শিরোপা হলেও এবারের জয় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটি ছিল প্রথমবারের মতো ৩২ দলের অংশগ্রহণে বড় পরিসরের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। পূর্বে এই সময়ে হতো কনফেডারেশন কাপ, যা এবার বাতিল করে নতুনভাবে আয়োজন করা হয়েছে।

২০২৬ সালের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে আয়োজন করবে তেইশতম ফিফা বিশ্বকাপ। তাই এই ক্লাব বিশ্বকাপকে অনেকেই দেখছেন সেই আয়োজনের প্রস্তুতি হিসেবে। আর এই বড় আয়োজনের মঞ্চে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেই ইতিহাস গড়েছে চেলসি।